গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
অপারেশন ও সমন্বয় শাখা

নৈতিকতা কমিটি

সভাপতি	ড. মহঃ শের আলী যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ, মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জিএসবি
সভার তারিখ	০৭ ডিসেম্বর, ২০২০, সোমবার
সভার সময়	বেলা ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	অনলাইন জুম অ্যাপসের মাধ্যমে
উপস্থিতি	রেকর্ডেড

শুদ্ধাচার নীতিমালা বাস্তাবায়নের অংশ হিসাবে বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি)'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী অংশীজনের অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সঙ্গে সভার কার্যবিবরণী

উপস্থাপনা

১.০। সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি সরকারের নির্দেশনানুযায়ী জিএসবি'র শুদ্ধাচার কর্মপরিকল্পনার অংশ হিসেবে অংশীজনের অংশগ্রহনে সভার পটভূমি উল্লেখ করেন। সভাপতির অনুমোদনক্রমে জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব), জিএসবি উল্লেখ করেন যে, বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর (জিএসবি) বিশ্ববিদ্যালয় সমূহের ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকগণের চাহিদানুযায়ী সীমিত সামর্থের মধ্যে নমুনা, তথ্য ও গবেষণাগার ব্যবহারের সুবিধা প্রদান করে থাকে। সভাপতি এ সময়ে শুদ্ধাচারের ব্যানারে আয়োজিত অংশীজনের অংশগ্রহণে সভায় উপস্থিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতিসহ অন্যান্য প্রফেসরদেরকে উন্মুক্ত আলোচনার আহ্বান জানান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো: আজিজ হাসান বলেন, এ ধরণের সভা আয়োজন অনেক গুরুত্বপূর্ণ এবং পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নিশ্চিতভাবে এটি অত্যন্ত ফলপ্রসু হবে। এরপরে তিনি বিভাগের পূর্ববর্তী সভাপতি প্রফেসর ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদকে আলোচনায় অংশগ্রহণের জন্য আহ্বান জানান। প্রফেসর ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ বলেন, জিএসবি দেশের ভূ-বিজ্ঞান বিষয়ক একমাত্র সরকারি প্রতিষ্ঠান হওয়ায় জিএসবির সাথে বরাবরই বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর যোগাযোগ অনেক বেশি এবং গবেষণার ক্ষেত্রে জিএসবি সব সময় শিক্ষার্থীদের পূর্ণ সহযোগিতা প্রদান করে থাকে। তিনিও প্রফেসর ড. মো: আজিজ হাসানের কথার পুনরাবৃত্তি করে বলেন, জিএসবির সাথে পারস্পারিক গবেষণা কাজের অনেক ক্ষেত্র রয়েছে এবং এ ধরণের সভা নিয়মিত আয়োজনের মাধ্যমে বিষয়টাকে অধিকতর গতিশীল করা সম্ভব। কিন্তু তিনি আমলাতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে যথাসম্ভব সহজ করার বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন। তিনি উল্লেখ করেন, ভূবৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে Memorandum of Understanding (MoU) এর মাধ্যমে পারস্পারিক সহযোগিতামূলক কাজগুলো অনেক সহজ এবং সাবলীলভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয়। তিনি বিভাগের সভাপতি হিসাবে তার দায়িত্বকালে জিএসবির সাথে এ ধরণের MoU এর প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। কিন্তু তা ফলপ্রসু হয়নি। তিনি এ বিষয়ে জিএসবি'র বর্তমান মহাপরিচালকের সহযোগিতা কামনা করেন। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক বলেন, তিনি MoU এর বিষয়ে অতি সম্প্রতি অবগত হয়েছেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়ে তিনি মন্ত্রণালয়ে সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সাথে আলোচনা করবেন। এছাড়াও তিনি উল্লেখ করেন, ইতোমধ্যেই তিনি জিএসবির বহিরঙ্গণ কর্মসূচীগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের সরাসরি উপস্থিতি/সম্পৃক্ত করার বিষয়ে অধিদপ্তরের পরিচালকবৃন্দের সাথে মতবিনিময় করেছেন। এক্ষেত্রে সরকারি সংস্থা হিসাবে আর্থিক বিষয়ে জিএসবির সীমাবদ্ধতা রয়েছে। আর্থিক সীমাবদ্ধতা দূর করার জন্য বিকল্প তহবিল তৈরির বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করবেন বলে মহাপরিচালক উল্লেখ করেন। জনাব নিজামউদ্দিন

আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ), জিএসবি বলেন, ইতোপূর্বে জিএসবির বহিরঙ্গণ কর্মসূচীগুলোতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে পরিদর্শন করার বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগের প্রফেসর ড. এ. এস. এম ওবায়দুল্লাহর কাছ থেকে প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে এ সহায়তা প্রদান সম্ভব হয়নি। কিন্তু জিএসবি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদেরকে চাহিদা মোতাবেক নমুনা সরবরাহ এবং গবেষণাগারের সহায়তা প্রদান করে আসছে এবং এই ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। তিনি জিএসবি কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন প্রকার সেমিনার/ওয়ার্কশপে বিশ্ববিদ্যালয় হতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়মিত অংশগ্রহণের বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন, এ ধরনের সেমিনার/ওয়ার্কশপের মাধ্যমে পারস্পারিক অভিজ্ঞতা আদান প্রদান অনেকাংশে সহজ হয়। তিনি পক্ষান্তরে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক আয়োজিত সেমিনার/ওয়ার্কশপে জিএসবির অংশগ্রহণের বিষয়টিও উল্লেখ করেন। এ প্রেক্ষিতে মহাপরিচালক ছাত্র/ছাত্রীদের সরাসরি বহিরঙ্গণ কার্যক্রম পরিদর্শনের সুযোগ সৃষ্টি করার বিষয়টি জিএসবির প্রক্রিয়াধীন বহিরঙ্গণ নীতিমালায় অন্তর্ভূক্ত করার পরামর্শ দেন।

২.০। আলোচনার এ পর্যায়ে প্রফেসর ড. মো: আজিজ হাসান বলেন, বিভাগের শেষ বর্ষ/এম.এস.সি.'র ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য জিএসবিতে ইন্টার্নশীপ করার ব্যবস্থা করলে তারা অভিজ্ঞতা সমৃদ্ধ হবে এবং ভবিষ্যতে এই অভিজ্ঞতা তাদের কর্মক্ষেত্রে সহায়ক হবে। জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ), জিএসবি বলেন, সম্প্রতি জিএসবি এমআইএসটি-এর ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য একটি কোর্সের অংশ হিসেবে উপস্থাপনা ও গবেষণাগার পরিদর্শনসহ আনুষাঙ্গিক সহায়তা প্রদান করেছে। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) এ প্রেক্ষিতে উল্লেখ করেন যে, জিএসবি ইতোপূর্বে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রীদের জন্য সংক্ষিপ্ত পরিসরে ইন্টার্নশীপ আয়োজন করেছিল। জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ বলেন, জিএসবি ভবিষ্যতে ছাত্র/ছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ চালু করার বিষয়ে আশাবাদী এবং পরবর্তীতে এ সংক্রান্ত বিস্তারিত আলোচনা হতে পারে। প্রফেসর ড. মো: আজিজ হাসান এ পর্যায়ে বিভাগের পরবর্তী বিভাগীয় প্রধান প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার সাহাকে সভা সংশ্লিষ্ট বিষয়ে মতামত প্রদানের আহ্বান জানান। প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার সাহা বলেন, দেশের ভূতাত্ত্বিক সম্প্রদায়/কমিউনিটি এখন অনেক বড় এবং বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক সমিতি বর্তমানে নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকায় কমিউনিটির নিজেদের মধ্যে যোগাযোগ পূর্বের তুলনায় অনেক কমে গেছে। যা পারস্পারিক সহযোগিতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেছে। এই প্রতিবন্ধকতা দূর করতে পারলে ছাত্র/ছাত্রীসহ গবেষকগণ তথা জাতি উপকৃত হবে। মহাপরিচালক এ প্রেক্ষিতে জিএসবির বহিরঙ্গণ পরবর্তী উপস্থাপনায় ছাত্র/ছাত্রীদের অংশগ্রহণের বিষয়ে জিএসবি উদ্যোগ নেবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, ভূতাত্ত্বিক গবেষণামূলক কিছু কাজ জিএসবি এককভাবে না করে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বিশ্ববিদ্যালয় ও অন্যান্য ভূতাত্ত্বিক সংস্থাগুলোর সাথে সমন্বিতভাবে সম্পন্ন করলে অধিক ফলপ্রসু হবে। উদাহরণ স্বরূপ তিনি উল্লেখ করেন, বাংলাদেশের স্তরতাত্ত্বিক বিন্যাসে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানে ইতোপূর্বে জিএসবি উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। এ লক্ষ্যে স্ট্যাটিগ্রাফিক কমিশন গঠন এবং এই কমিশনের মাধ্যমে স্তরতাত্ত্বিক বিন্যাসে উদ্ভূত সমস্যা সমাধানের ব্যবস্থা গ্রহণ জিএসবি'র পক্ষ্যে এককভাবে সম্ভব নয়। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য সকল প্রতিষ্ঠানে কর্মরত ভূবিজ্ঞানীগণের সহায়তা প্রয়োজন। এ প্রসঙ্গে ভূতত্ত্ব বিভাগের সভাপতি প্রফেসর ড. মো: আজিজ হাসান বলেন, যে কোন দেশের স্ট্যাটিগ্রাফিক কমিশন সাধারণত; সে দেশের ভূতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণা প্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সমন্বয়েই গঠিত হয়ে থাকে। বাংলাদেশের স্তরতাত্ত্বিক বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে তার বিভাগ জিএসবির সাথে যৌথ গবেষণামূলক কাজ করতে আগ্রহী। প্রফেসর ড. মো: বদরুদ্দোজা মিয়া সরকারি তথ্য প্রাপ্যতার বিষয়টি পূর্বাপেক্ষা সহজ ও বেগবান করার উপর গুরুত্বারোপ করেন। এছাড়াও তিনি যৌথ গবেষণামূলক কাজ শুরু করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেন। এ প্রেক্ষিতে জনাব নিজামউদ্দিন আহমেদ, পরিচালক (ভূপদার্থ) বলেন, জিএসবি ইতোপূর্বে কমপ্রিহেন্সিভ ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম (সিডিএমপি) প্রকল্পের আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যৌথভাবে কাজ করেছে এবং ভবিষ্যতে এ ধরণের কাজের নতুন ক্ষেত্র তৈরি হবে বলে তিনি আশা প্রকাশ করেন।

৩.০। প্রফেসর ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়গুলো সম্মিলিতভাবে এসডিজি লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে জিএসবি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান সহযোগে ভবিষ্যৎ অভিক্ষেপ তৈরি এবং সমন্বিতভাবে কাজ করার মাধ্যমে সে অভিলক্ষ্য অর্জন করতে সক্ষম। জনাব মোহাম্মদ আবদুল আজিজ পাটোয়ারী, পরিচালক (ভূতত্ত্ব) বলেন, জিএসবি ছাত্র/ছাত্রী, শিক্ষক ও গবেষকগণের চাহিদানুযায়ী নমুনা ও তথ্য সরবরাহ করে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র হিসেবে জিএসবি'র নাম উল্লেখ করা

হয়না। এছাড়া জিএসবি'র নমুনা বা তথ্য ব্যবহার করে সম্পন্নকৃত গবেষণা থিসিসের এক কপি জিএসবি'র লাইব্রেরিতে জমা দেয়া হলে জিএসবি'র নবিন কর্মকর্তাগণ উপকৃত হবে বলে তিনি আশা করেন। বিষয়টি তিনি বিশ্ববিদ্যালয় হতে লক্ষ্য রাখার বিষয়ে সকলের দৃষ্টি আকর্ষন করেন। প্রফেসর ড. সুব্রত কুমার সাহা বলেন, জিএসবির ওয়েবসাইটকে যথাসম্ভব আপডেট রাখা হলে গবেষকগণ হালনাগাদ তথ্য সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হবে এবং গবেষণার জন্য নমুনা সরবরাহের পরে গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের পাশাপাশি বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করলে গবেষণা প্রতিবেদনের একটি কপি জিএসবিতে জমা দেয়া পূর্বাপেক্ষা সহজ হবে।

৪.০। বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নলিখিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়-

(৪.১) পারস্পারিক অভিজ্ঞতা আদান প্রদানের লক্ষ্যে জিএসবি আয়োজিত সেমিনারে নিয়মিতভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র/ছাত্রী সহ শিক্ষকগণকে আমন্ত্রন জানানো হবে এবং একই ভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ব বিভাগ আয়োজিত সেমিনারে জিএসবি'র কর্মকর্তাগণকে আমন্ত্রন জানানো হবে।

(৪.২) জিএসবি'র বহিরঙ্গণ কর্মসূচীতে ছাত্র/ছাত্রীগণের পরিদর্শন/সম্পৃক্ত করার বিষয়ে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৪.৩) জিএসবিতে ছাত্র/ছাত্রীদের ইন্টার্নশীপ আয়োজনের জন্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

(৪.৪) গবেষণা নমুনা ও তথ্য সরবরাহ করার বিষয় চাহিদাকারীর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগের বিভাগীয় প্রধানকে অবহিত করা হবে।

৫.০। পরবর্তীতে প্রয়োজনানুসারে এই ধরনের সভা আয়োজন করা হবে উল্লেখ করে এবং সভায় অংশগ্রহণের জন্য সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

ড. মহঃ শের আলী
যুগ্মসচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ,
মহাপরিচালক (অতিরিক্ত দায়িত্ব), জিএসবি

স্মারক নম্বর: ২৮.০৫.০০০০.৩০০.৫০.০৮৯.১৯.৭

তারিখ: ৯ পৌষ ১৪২৭
২৪ ডিসেম্বর ২০২০

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) ড. কাজী মতিন উদ্দিন আহমেদ, প্রফেসর, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
২) ড. মো: আজিজ হাসান, প্রফেসর ও বিভগীয় প্রধান, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৩) ড. সুব্রত কুমার সাহা, প্রফেসর, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৪) ড. মো: বদরুদ্দোজা মিয়া, প্রফেসর, ভূতত্ত্ব বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
৫) পরিচালক (ভূতত্ত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৬) পরিচালক (ভূপদার্থ) , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৭) পরিচালক (ভূতত্ত্ব), বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৮) পরিচালক (ড্রিলিং) , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
৯) উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২ , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর
১০) উচ্চমান সহকারী, মহাপরিচালকের দপ্তর , বাংলাদেশ ভূতাত্ত্বিক জরিপ অধিদপ্তর

শাহতাজ করিম
উপ-পরিচালক (ভূতত্ত্ব)-২